মৃত্যুসংবাদ

মধুময় পাল

সুগতসেদিন ঘন্টা দুই আগে ফিরল। টিয়াপড়ছিল। গার্গী এসময় টি.ভি.-তেটানটান প্রেম হিংসা সমস্যাব্যবসা মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে সংলাপ ও পাতলাঅবৈধতা ও ফাটাফাটি ঘরবাড়ি ইত্যাদি এবং বিজ্ঞাপনের গুঁতোগুঁতি যেমনদেখে, দেখছিল। ডোর-বেল বাজলে গার্গীবিরক্ত হয় । ননদের কটু কথারভেতর দাঁড়িয়ে থাকা নায়িকার মৌনতা যখন সে মানতে পারছে না, নায়িকারহয়ে অসংখ্য ডায়ালগ তার জিভের ডগায় তেঁতুল বিছের মত সুড়সুড়িয়েউঠছে, সে সময় দরজা খোলার তাগাদা এলে বিরক্ত হওয়ারই কথা। গার্গী উঠত না, দরজার বাইরেউপদ্রবকে দাঁড় করিয়ে রাখত । পারে না মেয়েটার জন্য, যা হয়েছে ফটফটিয়ে নিজেই দরজা খুলে দেবে। তাই তাকে ম্যাসিডোনিয়ারসুন্দরী শ্রেষ্ঠার হা সির চেয়ে বিরল ও অমূল্য একটি সংলাপের আধখানাখুইয়ে বলতে হয়, টিয়া আমি যাচ্ছি, তুমি পড়ো।

এসময়যারা আসে, তারা সন্দেহজনক। ঘাড়ঘুরিয়ে গার্গী দেখল, আটটা বাজতে পাঁচ।

হকারও বেকারদের আবাসনে ঢোকা বন্ধ করতে নিরাপত্তা বজ্রআঁটুনি করা হয়েছেমাসিক খরচা চারগুণ বাড়িয়ে। আবাসনের বাসিন্দারা হাস্যমুখেই সেই বর্ধিত টাকা দিতে সম্মতহয়েছে। কিন্তু মাল্‌টিন্যাশানালের ছোকরারাফস্কা গেরো দিয়ে ঠিক ঢুকে পড়ে সার্ভে, স্টাডি, রিলেশন,কো-অর্ডিনেশন ইত্যাদি নখরায়। কোট-টাই পরা ফিল্মি ছাঁটের ইংলিশ মিডিয়ামছোকরারা বেপরোয়া। এত বড় একটামিডলক্লাস মার্কেট আন-এক্‌স্‌প্লোরড থাকলে ওদের চাকরি বাঁচায় কে। তাছাড়া, গেটে গেটে যেসিকিউরিটি আছে, ওরা বিশ-পঞ্চাশ পেলেই এই ভেবে ছেড়ে দেয় যেছোকরাগুলো আর যাই হোক সাবুর পাঁপড় বা সমুদ্রগড়ের গামছা নিয়ে তোঝামেলা করতে যাচ্ছে না ।

কিন্তুএই আটটা বাজতে পাঁচে যারা আসতে পারে, তারা অবশ্যই স্থানীয় লোক। বুগি-উগি বা হোপ এইট্টি সিক্‌স জাতীয়ফাংশনের টিকিট নিয়ে আসে, কিংবা কারো হার্ট অপারেশন বা এইডসকনশাসনেস ক্যাম্পের ডোনেশন নিতে, কিংবা ব্রিগেড মিছিল বা ভোটেরকনট্রিবিউশন নিতে। এদের সঙ্গে সবসময়ই থাকে এলাকারপলিটিক্যাল দাদাদের কেউ না কেউ। এদের টাকা তোলাটা যেমন সন্দেহজনক, তেমনি পার্টি চিহটাও।কেননা এরা একেক সময় একেক পার্টির বা গোষ্ঠীর নাম ধরে আসে।

টিয়াততক্ষণে আই-হোলে চোখ রেখে ‘বাবা এসেছে, বাবা এসেছে’ বলেভরা তেলের প্রদীপ শিখার মতো দুলে উঁচু হয় । দরজা খুলে বাবাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধকরে । গার্গী টি.ভি.-র কাছে ফিরেযায় ।

বাবা,তোমার অনেক দিনের বন্ধু ফোন করেছিল।

কে?

কলেজেপড়ার সময় তোমরা দুজনে বেড়াতে যেতে।

কীনাম বলল?

তোমারমনে পড়ছে না ? কাকদ্বীপে থাকারজায়গা না পেয়ে কার বাড়ির বারান্দায় সারারাত কাটিয়েছিলে।

অতকী মনে থাকে?

ঘাটশিলায়তোমার দোষে বন্ধুর টাকা হারিয়েছিল?

জামাখুলতে খুলতে সুগত বলে, মনে পড়ছে না ।

তুমিকি কাউকে সারদা লাইব্রেরীর মেম্বার করে দিয়েছিলে ? প্রথম দিনই সেই বন্ধু নিয়েছিলটলস্টয়ের বই।

সুগতচিনতে পারে। তবু না চেনার ভানকরে বলে, আর কী বলল ?

এতকিছু বলার পরও বাবা চিনতে পারছে না কেন? টিয়া বিস্মিত হয়। বাবা সব ভুলে গেছে? অথচবাবার বন্ধুর তো সব মনে আছে । কবেমারকাটারির বাগানে করমচা চুরি করতে গিয়ে কুকুরের তাড়ায় বাবাএক পাটি চটি হা রিয়েছিল, কবে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে টিকিটেরলাইনে দাঁড়িয়ে পুলিসের লাঠিতে হাত ভেঙে যাওয়া বন্ধুকে হাসপ াতালে নিয়ে গিয়েছিল বাবা, কুয়াশার ভোরেএন সি সি-র প্যারেডে যাওয়ার সময় বাবা কীভাবে ধরেছিল পায়রা, স্কুলেরফাংশনে হাস্যকৌতুক করে রামগড়ের ছানা সুরেশ স্যারকেও হাসিয়ে ছেড়েছিলবাবা, আরও কত। বন্ধুর মনে অ াছে,বাবার মনে নেই ? এরকম বন্ধুকে কিভোলা যায় ? বাবার ছেলেবেলা সম্পর্কেটিয়া কিছুই জানে না। জানার সুযে াগইহয়নি। বাবার যে বন্ধু থাকতে পারেসেটাও কোনদিন মনে হয়নি টিয়ার। বাবা যেন কীরকম । শুধুপড়ার কথা, স্কুলের কথা, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে কথা, দিদিমনিরা ঠিকমত ক্লাস নিচ্ছে কিনা সেকথা,কোনও মেয়ে টিফিন খেয়ে নিয়েছে বা বইয়ের পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে কিনাসেকথা আর সাবধানে থাকার কথা, এইতো। অথচ বাবার বন্ধু গড় গড় করে সববলে দিল। বাবাকে টিয়া আজ যেননতুনভাবে চিনল। তার ভীষণ ভালোলাগে এই চেনাকে। ভীষণ ভালো ল াগেবাবার বন্ধুকে। অথচ বাবা সেই বন্ধুকেচিনতে পারছে না । টিয়া এখনইনামটা বলে দিতে পারে, কিন্তু বলবেনা। তার মনে প্রশ্নটা উঠেআসে, কেন চিনতে পারবে না, কেন মনে করতে পারবে না? পরমুহূর্তেই তার সন্দেহ হয়, বাবা কি ইচ্ছেকরে চিনছে না? টিয়ার মনে পড়ে,বইমেলার মাঠে বাবার দিকে একজন এগিয়ে এল, হাত চেপে ধরল দুজনে হেসে হেসেকথা বলল, শিগগিরই আবার দেখা হবে বলে হাত নেড়ে নেড়ে চলে গেল। মা জিজ্ঞাসা করেছিল কে? বাবা জব াব দিয়েছিল, ফালতু । বাবার জবাবে টিয়া হতভম্ভ হয়েছিল। তার খারাপ লেগেছিল। ওভাবে না বললেই পারত বাবা। হয়ত লোকটিকে পছন্দ করে না, হয়তলোকটি সুবিধের নয়, হয়ত কোনো মতলব হাসিল করতে চায়। সৌজন্যবশত বাব া যদি লোকটির সঙ্গে সুন্দরব্যবহার করে থাকে, পরমুহূর্তেই এতটা উপেক্ষাসূচক মন্তব্য নাকরলেও পারত। কিন্তু এটা তে া ঘটনাবাবা লোকটির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। লোকটি উৎপাত করে বলেই বিরক্তিবশত ঐ শব্দটা উচচ ারণকরেছে।

বাবাহয়ত তার ছেলেবেলার বন্ধুকে সত্যিই চিনতে পারছে না।

সুগতবাথমে ঢোকার আগে বলে, মাথাটা ধরেছে। কফি খেলে ভালো হত।

গার্গীকেঅগত্যা উঠতেই হয়। ছোট ননদআত্মহত্যা করেছে বলেশ্বশুরবাড়ির সবাই দুষছে পুষ্পাকে। পুষ্পা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা আহাম্মক মেয়ে তো, বল না যেতোমাদের আদরের দুলালীর না মরে উপায় ছিল না, অমৃকই ওকে খুন করত,ও এখন অমৃককে ছেড়ে মোহনকে খাচ্ছিল, ওর জন্য অমৃক মাধুরীর মতো গুণীমেয়েকে কষ্ট দিয়েছে, মোহনও খুন করতে পারত, কাউকে হাপিজ করেদিতে ওর হাত কাঁপে না। এসব ছেড়েগার্গীকে ওভেনের কাছে যেতে হয়। কোনো কথা বলে না।

বাথমথেকে বেরিয়ে আসে সুগত। ডিসেম্বরের২১ তারিখ, এখনও বিচ্ছিরি ঘাম হচ্ছে। শীত কি আর আসবে না ? আলিপুর যেই ফোরকাস্ট করল, কাল থেকে জমিয়ে ঠান্ডাপড়বে, অমনি যেটুকু ঠান্ডা ছিল ভাগলবা।

কোনো অসুস্থ বুড়ো মানুষকে চেয়ারেবসিয়ে তোমরা বর্ষার ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে? টিয়া জিজ্ঞাসা করে।

তুমিনাম বলছ না কেন ? কে না কে ফোনকরেছে। সুগত বিরক্ত।

কে না কে ? তবে কি লোকটা বাবারবন্ধু নয় ? বানিয়ে বানিয়ে বলেছে ? কিন্তুবানিয়ে বানিয়ে বলবে কেন? ব াবার বন্ধু সেজে সুবিধে আদায় করতে চায়।কেউ কেউকরে। কিন্তু মিথ্যে বলে কি সুবিধে হবে ? কথা গুলি যদি মিথ্যে না হয়, তবে সে নিশ্চিত ভাবেই বাবারছোটবেলার বড় বন্ধু ।

গার্গীকেসুগত বলে, অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে টিয়া এত কথা বলে কেন? তুমি কোথায় থাক? বারণ করতে পারো না। যত সব উৎপাত। কোনদিন বাড়িতে চড়াও হবে ।

গার্গীজবাব দেয়, আমার কথা শোনে কি তোমার মেয়ে ? অনেক বারণ করেছি ।

ফোনবাজে, সুগত ধরে। টিয়া শোনেঃ হ্যাঁ বলছি। কে? পুলিন রায়। হ্যাঁহ্যাঁ। মনে থাকবে না কেন? তুমি অ

ামাকেভুলতে পারো নি, আমি তোমাকে ভুলে যাব ভাবলে কী করে ? বাড়িতে এসে সারাক্ষণ তোমার কথাশুনছি। মেয়ের সঙ্গে তোমার দাণ জমেছে । কোথায় আছ এখন ? তাই ? এতদিন ঘাপটি মেরে ছিলে কেন ? তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। কবে আসবে বলো ঠিক । ধরো টিয়া তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলে দাঁড়িয়ে আছে ।

রিসিভারধরে টিয়া ধীরে ধীরে বলে, কাকু তোমাকে বলা হয়নি, তোমার বন্ধু সুগতহাজরা বেঁচে নেই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com